বুলুগুল মারাম

হাদিস নাম্বারঃ ১১৬৭

পর্ব - ৯ঃ অপরাধ প্রসঙ্গ (كتاب الجنايات)

পরিচ্ছেদঃ ক্ষত সেরে উঠার পূর্বে কিসাস বা প্রতিশোধ নেওয়া নিষেধ

আরবী

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; ‐ رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتِهِ, فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ‐ صلى الله عليه وسلم ‐ فَقَالَ: أَقِدْنِي. فَقَالَ: «حَتَّى تَبْرَأَ». ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ. فَقَالَ: أَقِدْنِي, فَأَقَادَهُ, ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَرِجْتُ, فَقَالَ: «قَدْ نَهَيْتُكَ فَعَصَيْتَنِي, فَأَبْعَدَكَ اللَّهُ, وَبَطَلَ عَرَجُكَ». ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ‐ صلى الله عليه وسلم ‐ «أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ جُرْحٍ حَتَّى يَبْرَأَ صَاحِبُهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالدَّارَقُطْنِيُّ, وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ

حسن. رواه أحمد (217)، والدارقطني (3/ 88)، وإعلاله بالإرسال لا يضره إذ له شواهد يصح بها. وقال الصنعاني: «في معناه أحاديث تزيده قوة». وقال ابن التركماني (8/ 67): روي من عدة طرق يشد بعضها بعضا

বাংলা

১১৬৭। আমর, তিনি তার পিতা শুআইব (রাঃ) হতে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: কোন এক লোক অন্য এক লোকের হাঁটুতে শিং দ্বারা আঘাত করে। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বললোঃ আমার বদলা নিয়ে দিন। তিনি বললেনঃ তুমি ক্ষত সেরে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। লোকটি কিন্তু (সেরে যাওয়ার আগেই)। আবার এসে বললো: আমার জখমের মূল্য বা খেসারত আদায় করে দিন। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার খেসারত আদায় করে দেন। তারপর লোকটি এসে বললোঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো খোঁড়া হয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমাকে নিষেধ করেছিলাম তুমি তা মাননি। ফলে আল্লাহ তোমাকে (তাঁর রহমত হতে) দূর করে দিয়েছেন এবং তোমার

খোড়াত্ব বাতিল হয়ে গেছে। (দিয়াত আদায়ের যোগ্য রাখেননি)। এরপর থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন জখম আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত জখমী লোকের পক্ষে কোন বদলা আদায়ের ফয়সালা দিতে নিষেধ করেছেন।[1]

English

'Amro bin Shu’aib narrated on the authority of his father, on the authority of his grandfather (RAA), that a man stabbed another man in his knee with a horn. So he came to the Messenger of Allah (ﷺ) and said, ‘Retaliate on my behalf.’’ The Messenger of Allah (ﷺ) said to him, “Wait until your wound has healed.” The man came again and said, ‘O Messenger of Allah! Retaliate on my behalf.’ So, he allowed him to retaliate against the one who attacked him (by stabbing him the same way). Then he came again to the Messenger of Allah (ﷺ) and said, ‘O Messenger of Allah! I have become lame.’ The Messenger of Allah (ﷺ) said to him, “I forbade you (to take retaliation until your wound was healed) but you disobeyed me, may Allah keep you away from His mercy (for your disobedience), and as for your lameness you are not entitled to any compensation (as he retaliated before he discovered the lameness otherwise he would have been entitled half the Diyah).” Then Allah]s Messenger prohibited the following, ‘No retaliation is to be made for a wound before the victim is totally recovered.’ Related by Ahmad and Ad-Daraqutni.

ফুটনোট

[1] আহমাদ ২১৭, দারাকুতনী ৩/৮৮ এর সানাদে ইরসালের দোষ থাকলেও তা ক্ষতিকর নয়, কেননা অনেকগুলো শাহেদ থাকার কারণে এটি সহীহর পর্যায়ভুক্ত। ইমাম সনআনী বলেন, এর সমার্থক হাদীস থাকার কারণে এটিকে শক্তিশালী করেছে। ইবনু তুর্কমান বলেন, ৮/৬৭, অনেক সানাদে বর্ণিত বলে একে অপরকে শক্তিশালী করেছে।

হাদিসের মান: হাসান (Hasan) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন বর্ণনাকারীঃ আমর ইবনু শু'আয়ব (রহঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=70978

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন